62 দৈনিক বাংলা ৩২

তারিখ 12 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

প্রাইভেট টিউশন ঃ কিছু শিক্ষকের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা

আবদাল আহমদ ঃ পেশা শিক্ষকতা। মাসিক আয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে এই ঢাকা মহানগরীতেই রয়েছেন এমন সৌভাগ্যবান শিক্ষক। এদের সংখ্যাও কম নয়। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন।

নামে মাত্র চাকরি করেন স্কুল বা কলেজে। প্রধান কাজ প্রাইভেট টিউশনি। ব্যাচে ব্যাচে প্রাইভেট পড়িয়ে রোজগার করেন এই টাকা।

সৌভাগ্যবান এই শিক্ষকদের প্রধান গুণ হচ্ছে এরা ঢাকার নামী-দামী স্কুল-কলেজের শিক্ষক। কেউ বোর্ড পরীক্ষক। আবার কেউ কেউ প্রশ্নকর্তা।

ঢাকা শহরের প্রাইভেট টিউশনির উপর খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে এই সৌভাগ্যবান শিক্ষকদের কাহিনী। প্রাইভেট টিউশনি করে এই শিক্ষকদের কেউ কেউ কোটিপতি হয়েছেন। ঢাকায় তাদের অনেকেরই একাধিক বাড়ি আছে, আছে গাড়ি।

একদিকে কোচিং সেন্টার খুলে ব্যবসা হিসাবে শুরু হয়েছে কোচিং, অন্যদিকে শিক্ষকদের বাসায় চলছে প্রাইভেট টিউশনি। ঢাকা মহানগরীর শিক্ষায় এটাই এখন বাস্তব চিত্র।

প্রাইভেট টিউশনি বলতে যা বুঝাত

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাইভেট টিউশন ঃ কিছু শিক্ষকের মাসিক আয়

(প্রথম পৃঃ পর)

এখন আর তা নেই। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে যত্ন নিয়ে মোটামুটি সব বিষয়ে শিক্ষক বাড়িতে এসে পড়াতেন। রাজধানীতে বেশ আগেই এই ধারা পাল্টে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এককভাবে নয়, দল বেঁধে শিক্ষকদের বাসায় ছোটে। প্রাইভেট টিউটররা গ্রুপ বা ব্যাচ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে থাকেন। সেরা স্কুল-কলেজের যে শিক্ষক যত নামী, প্রাইভেট পড়ানোর ক্ষেত্রে তার তত চাহিদা। এদের কাছে পড়তে হলে আগে থেকেই যোগাযোগ করে বুক করতে হয়। তারা সপ্তাহে দু'থেকে তিন দিন পড়ান। পারিশ্রমিক ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। ৮/১০ জন থেকে ১৫/২০ জন ছাত্র একেকটি ব্যাচে রাখা হয়। নামী শিক্ষকরা প্রতিদিন চার-পাঁচটি করে ব্যাচ পড়িয়ে থাকেন।

এ শিক্ষকরা ক্লাসরুমে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট টিউশনিতে ব্যস্ত থাকেন বেশী। দু'তিনটি স্কুল-কলেজের কয়েকজন শিক্ষক প্রশ্নপত্র তৈরীতে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এ কারণে তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় জমে যায়। এমনও ঘটনা রয়েছে যে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই এসব শিক্ষকের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটতে থাকে। কারণ পরে যদি ব্যাচে বা গ্রুপে সুযোগ না পাওয়া যায় সে কথা ভেবে।

এই ব্যস্ত প্রাইভেট টিউটরদের প্রাইভেট পড়ানোর বিচিত্র পদ্ধতিও রয়েছে। শিক্ষক হয়ত কোন কাজে বাইরে গেছেন। ক্যাসেট প্লেয়ারে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন লেকচারের ক্যাসেট। ক্যাসেটে সেদিনকার লেকচার করে গেছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা খাতায় ঐ লেকচার তুলে নিচ্ছে। এমনকি অংকের লেকচার পর্যন্ত ক্যাসেট করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

প্রাইভেট পড়িয়ে এই শিক্ষকরা যখন কুলিয়ে উঠতে পারছেন না, ঠিক তার বিপরীতে রয়েছে ভিন্ন একটি চিত্র। একটি টিউশনির সন্ধানে এ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক গরীব ছাত্র, বেকার যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের অনেক ছাত্র তাদের পড়াশুনার খরচ চালায় টিউশনি করে। টিউশনির জন্যে তাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় ঐ ছাত্র-যুবকরা। সবার কপালে টিউশনি জোটে না। অনেকে এজন্য দালাল ধরে। টিউশনি পেলে দালালকে দিতে হয় নির্দিষ্ট অংকের টাকা। এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকার পাতায় এরা বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনের ভাষা 'টিউশনি পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন'। এরা টিউশনির খোঁজ রাখে। টিউশনি পাইয়ে দিতে পারলে টিউশনির প্রথম মাসের টাকা ঐ প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়।

প্রতি বছর জুন মাস থেকে শুরু হয় প্রাইভেট টিউশনির জমজমাট মওসুম। দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে শুরু করে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাইভেট পড়ে থাকে। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররাও অক্টোবর-নবেম্বর থেকে প্রাইভেট পড়া শুরু করে। বিজ্ঞানের বিষয়- যেমন রসায়ন, পদার্থ, প্রাণিবিদ্যা, অংক এবং ইংরেজী বিষয়ে প্রাইভেট পড়ার চাহিদা বেশী। তবে বাণিজ্য বিভাগের কিছু কিছ বিষয়েও প্রাইভেট পড়ে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা ক্লাস শুরুর দু-তিন মাস পর থেকে প্রাইভেট পড়তে শুরু করে।

ঢাকা মহানগরীতে একজন ছাত্রের প্রাইভেট পড়ার খরচ কত? সন্তানকে এইচএসসি পর্যন্ত প্রাইভেট পড়িয়েছেন এমন একজন অভিভাবক হিসাব করে জানান, তার খরচ হয়েছে প্রায় এক লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকা, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকা, নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২৫ হাজার টাকা, এইচএসসি পর্যন্ত আরও প্রায় ২০ হাজার টাকা। এ হিসাব শুধু টিউশনির। এর বাইরে স্কুলের খরচ রয়েছে।

এই অভিভাবক জানান, স্কুল বা কলেজে যদি ঠিকভাবে পড়ানো হতো, তাহলে প্রাইভেট টিউশনির দরকার হত না। ক্লাসে জোর দেয়া হয় না বলেই অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউশনিতে সন্তানদের পাঠান। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ভাল রেজাল্টের আশায়ই তারা সন্তানের পেছনে এই অতিরিক্ত ব্যয় করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। বিত্তশালী অভিভাবকরা টাকার বিনিময়ে কোচিং সেন্টার কিংবা প্রাইভেট টিউটরদের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ নিচ্ছেন। কিন্তু গরীব অভিভাবকদের এক্ষেত্রে উপায় নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত ক্লাসের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের সন্তানদের আর করার কিছুই নেই।